১২।

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...JAN 13 1999
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

কলেজের টাকা আত্মসাৎ

বরিশালে সাবেক এমপিসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা

বরিশাল, ১২ই জানুয়ারি (জেলা বার্তা পরিবেশক)।- বরিশাল সিটি কলেজে একটি নতুন আধাপাকা ভবন নির্মাণ এবং পুরাতন ভবন সংস্কারের নামে কলেজের অধ্যক্ষ ও বিএনপি দলীয় সাবেক সংসদ সদস্য আবদুর রশিদ খান, শিক্ষক আবু জাফর, রোকসানা বেগম, নির্মল কান্তি বোস, মোঃ নাসিরউদ্দিন মিয়া ও মোঃ দেলোয়ার হোসেনের লাখ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় জেলা দুর্নীতি দমন বিভাগ কোতোয়ালি থানায় একটি মামলা দায়ের করেছে।

জেলা দুর্নীতি দমন ব্যুরোর সহকারী পরিদর্শক মোঃ রফিকুল ইসলাম কর্তৃক গত ৩০শে ডিসেম্বর কোতোয়ালি থানায় বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৪২০, ৪০৬, ৫১১ ও ১০৯ ধারায় দায়েরকৃত মামলায় অভিযোগ করা হয়, কলেজে একটি আধাপাকা ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালের ২১শে জানুয়ারি কলেজ পরিচালনা কমিটির সভায় অধ্যক্ষ ব্যতীত অপর ৫ জন অভিযুক্ত শিক্ষক সমন্বয়ে একটি নির্মাণ কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি নতুন ভবন নির্মাণ ও পুরাতন ভবন সংস্কারের জন্য ১৯৯৬ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি থেকে ৩০শে আগস্ট পর্যন্ত ১৯ লাখ ৪২ হাজার ৬শ' ৪৮ টাকার ভাউচার দাখিল করে। এর মধ্য থেকে কলেজ তহবিল থেকে পাওয়া গেছে ১৩ লাখ ৯৭ হাজার ৩শ' ৪৪ টাকা, অধ্যক্ষ ধার দিয়েছেন ৪ লাখ ৪০ হাজার টাকা এবং সিমেন্টের দোকানে পাওনা আছে ৪ হাজার ৬শ' ১৬ টাকা। নির্মাণ কমিটি প্রদত্ত ভাউচারগুলো অনুমোদনের জন্য কলেজ পরিচালনা কমিটির ১৯৯৬ সালের ১০ই সেপ্টেম্বরের সভায় উপস্থাপন করা হয়। সভায় ভাউচার ও ব্যয় নিরীক্ষার জন্য ৪ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। নিরীক্ষা কমিটির সদস্য বরিশালের ম্যাজিস্ট্রেট সুলতান আহম্মদ (প্রকৌশলী) ১৯৯৬ সালের ১৭ই ডিসেম্বর কলেজ পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও জেলা প্রশাসকের কাছে নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করে উল্লেখ করেন, ভবন নির্মাণ ও সংস্কার কাজে ৫ লাখ ১৬ হাজার ৫শ' ৮১ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। বাকি ১৪ লাখ ২৬ হাজার ৬৬ টাকার কোন কাজ পাওয়া যায়নি। জেলা প্রশাসক নিরীক্ষা প্রতিবেদনটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা দুর্নীতি দমন ব্যুরোতে পাঠিয়ে দেন।

দুর্নীতি দমন ব্যুরো গণপূর্ত বিভাগের উপবিভাগীয় প্রকৌশলী মোঃ মোশাররফ হোসেন দ্বারা ভবন নির্মাণ ও সংস্কারকাজটি পরিমাপ করায়। পরিমাপে দেখা যায়, মাত্র ৫ লাখ ৭৩ হাজার ৬শ' ১ টাকার কাজ হয়েছে। বাকি ১৩ লাখ ৬৯ হাজার ৪৬ টাকার কোন কাজ হয়নি। এ ছাড়া ভবন নির্মাণ ও সংস্কারকাজ শুরুর আগে সম্ভাব্য ব্যয়ের কোন প্রাক্কলন তৈরি করা হয়নি। নির্মাণ কমিটির সদস্যবৃন্দ মিথ্যা ভাউচার দাখিল করে ৮ লাখ ২৩ হাজার ৭শ' ৪২ টাকা আত্মসাত এবং ৫ লাখ ৪৫ হাজার ৩শ' ৪ টাকা আত্মসাতের চেষ্টা করে। অন্যদিকে কলেজ অধ্যক্ষ ৫ লাখ ৭৩ হাজার ৬শ' ১ টাকার কাজ হয়েছে জেনেও ৮ লাখ ২৩ হাজার ৭শ' ৪২ টাকা আত্মসাতে ও ৫ লাখ ৪৫ হাজার ৩শ' ৪ টাকা আত্মসাতের চেষ্টায় সহায়তা করেছেন। জেলা দুর্নীতি দমন বিভাগই মামলাটি তদন্তের ভার গ্রহণ করেছে।

উল্লেখ্য, কলেজটির উল্লিখিত দুর্নীতির অভিযোগসহ অপরাপর অভিযোগ সম্পর্কে দুটি রিপোর্ট সংবাদ-এর ১৯৯৭ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর ও ১৯৯৮ সালের ১৩ই জানুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

এখানে আরো উল্লেখ্য, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষণ বিভাগ কলেজের হিসাব-নিকাশ পরীক্ষাশেষে ১৯৯৬ সালের ৯ই ডিসেম্বর শিক্ষা সচিবের কাছে দাখিলকৃত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন, ১৯৯৩-'৯৪ ও ১৯৯৪-'৯৫ অর্থবছরে কলেজের জন্য রাষ্ট্রপতি ও জেলা পরিষদের লক্ষাধিক টাকার অনুদানের কোন হিসাব পাওয়া যায়নি। কলেজের ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক কে এম জাহাঙ্গীর ১৯৯৫ সালের পর থেকে কোন বেতন গ্রহণ না করলেও তার নামে সরকারি বেতনের ৬৯ হাজার ৩০ টাকা তুলে নেয়া হয়েছে। ১৯৯৭ সালের ১লা জুলাই কলেজ তহবিলে উদ্বৃত্ত ৩৮ লাখ ৩৯ হাজার ৩শ' ১ টাকা থাকলেও কলেজ তহবিলে মাত্র ৩ লাখ টাকা ছিল। এছাড়াও ঐ কলেজের শিক্ষক ইয়াকুব আলী তালুকদার চাকরিরত না থাকা সত্ত্বেও তার বেতনের সরকারি অংশের টাকা তোলা হয়েছে। অধ্যক্ষসহ কয়েকজন শিক্ষক প্রাপ্য বেতনের চেয়ে অধিক টাকা গ্রহণ করেছেন। তদন্ত প্রতিবেদনে এসব বিষয় সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দুর্নীতি দমন বিভাগকে দায়িত্ব দেয়া ও দুর্নীতির দায়ে কলেজের অধ্যক্ষ ও তার সহযোগীদের অপসারণের জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল।